এইচ এস সি বাংলা

আঠারো বছর বয়স সুকান্ত ভট্টাচার্য

প্রশ্ন ▶১ "আমরা চলি সম্মুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত-পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে-ছায়ে
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে।"

[ঢা. বো.; দি. বো.; সি. বো.; য. বো. ১৮ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? ১

খ. 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য'— এ কথার তাৎপর্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়? ব্যাখা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার যে ভাবগত মিল রয়েছে তা কোন অর্থে ইতিবাচক? মূল্যায়ন করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে পাথর বাধা ভাঙতে চায়।

খ যেকোনো মহৎ কাজে আঠারো বছর বয়সি তরুণদের আত্মত্যাগী মানসিকতা বোঝাতে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে তরুণেরাই এগিয়ে এসেছে সবচেয়ে বেশি। সমস্ত বিপদ মোকাবিলায় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণ দিয়েছে দেশ ও জনগণের মুক্তির সংগ্রামে। যেকোনো অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করতে এ বয়সের তরুণেরা পিছপা হয় না। তাই কবি বলেছেন, 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।'

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তরুণদের বাধা অতিক্রম করার মানসিকতা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাবার্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। এ বয়সি তরুণেরা অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত। তাই তারা শত আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও রক্তশপথ নিয়ে মানুষের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এরা স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। তাই আলোচ্য কবিতায় কবি প্রগতি ও অগ্রগতির পথে এ বয়সি তরুণদের পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেছেন।

উদ্দীপকের কবি দুরন্ত-দুর্বার যৌবনের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি তারুণ্যকে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধাররূপে বর্ণনা করেছেন। তারা প্রবল প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে পারে অভীষ্ট লক্ষ্যে। এখানে তারুণ্যকে দুর্বার উদ্দীপনা, অপরিসীম ঔদার্য ও অফুরন্ত প্রাণের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আর তারুণ্যের এসব বৈশিষ্ট্যই 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণ তরুণদের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি ও নতুন জীবন রচনার স্বপ্নের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন সমস্যাপীড়িত এদেশে তারুণ্যই যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাবার্থের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত তারুণ্যের জয়গান ধ্বনিত হওয়ার দিকটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি আঠারো বছর বয়সকে দুর্বার ও নির্ভীক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ বয়সের তরুণেরা সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতকে রুখে দিতে পারে। এজন্য কবি আলোচ্য কবিতার মূলভাবে আঠারো বছর বয়সকে অদম্য প্রাণশক্তি ও দুর্বার সাহসিকতার প্রতীকরূপে তুলে ধরেছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে তরুণেরা দুর্বার উদ্দীপনায় সকল প্রতিবন্ধকতা খুব সহজেই পেরিয়ে যেতে পারে। কোনো অশুভশক্তিই তাদের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অর্থাৎ তরুণদের আছে বাধা পেরিয়ে যাওয়ার মতো প্রবল প্রাণশক্তি। সেই শক্তি ও সাহসের বলেই তারা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ঠিক একই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলা হয়েছে, এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য শক্তি। কবি তাই সমস্যাপীড়িত এদেশে আঠারোর তারুণ্যকে প্রত্যাশা করেছেন। অর্থাৎ, আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকের কবিতাংশ উভয়ক্ষেত্রেই সমাজজীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পাঠ্য কবিতার কবি প্রত্যাশা করেছেন আঠারো বছর বয়সি তরুণেরা যেন দেশের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। আর উদ্দীপকের কবিতাংশে সেই ভাবকে সমর্থন করেই কবি বলেছেন, তরুণেরা সকল বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাক মুক্তজীবনের পথে। এ মুক্তজীবন নিশ্চিতভাবেই ইতিবাচক। সুতরাং, উভয় কবিতায় তারুণ্যের প্রশস্তি ইতিবাচক হয়ে ধরা দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনী নির্বিচারে অগণিত বাঙালিকে হত্যা করে। দেশে এমন অরাজকতা দেখে তরুণ যুবক রফিক আর চুপ থাকতে পারে না। অপরিসীম সাহস নিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশ ও দশের কল্যাণে সে নিজেকে উৎসর্গ করে। *[রা. বো.; কু. বো.; চ. বো.; ব. বো. ১৮ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭; বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১

খ. কবি কেন যৌবনশক্তির জয়গান করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের রফিক 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'আত্মত্যাগ ও মানবকল্যাণ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য'—উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

খ যৌবনের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি যৌবনশক্তির জয়গান করেছেন।

আঠারো বছর বয়সের তরুণরা শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলো সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এ বয়সের তরুণরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ বয়সের তরুণপ্রাণ কারো কাছে মাথা নিচু করে না। আর এ কারণেই কবি যৌবনশক্তির জয়গান করেছেন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের রফিকের মাঝে সাহসিকতা, উদ্দীপনা, কর্মস্পৃহা ও দুর্বার গতি লক্ষ করা যায় যা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিনিধিত্ব করে।

আলোচ্য কবিতায় আঠারো বছর বয়সি তরুণদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার দিকটি উঠে এসেছে। তাই তারা শত আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও রক্তশপথ নিয়ে মানুষের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই বয়সি তরুণদের রয়েছে অফুরন্ত উদ্দীপনা, অসীম সাহসিকতা ও দুর্বার গতি। ফলে এই বয়সি তরুণরা স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারে খুব সহজেই। তাই আলোচ্য কবিতায় কবি প্রগতি ও অগ্রগতির পথে এই বয়সি তরুণদের পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেছেন।

উদ্দীপকে দুরন্ত-দুর্বার যৌবনকে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যুবক রফিকের মাধ্যমে অপরিসীম দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সে পাকিস্তানি বর্বরতা সহ্য করতে না পেরে জীবনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারুণ্যের হার না মানা মানসিকতার কারণেই সে দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছে। কারণ তারুণ্য অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যায় অভিষ্ট লক্ষ্যে। আর তারুণ্যের এ বৈশিষ্ট্যই 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন। এ বয়সি তরুণদের তিনি দুঃসহ বলেছেন, যারা স্পর্ধায় মাথা তোলবার ঝুঁকি নেয়। একারণে কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, দেশের কল্যাণে তারুণ্যের এসকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় উদ্দীপকের রফিক 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আঠারো বছর বয়সি তরুণদের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

ঘ 'আত্মত্যাগ ও মানবকল্যাণ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য'—উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

আলোচ্য কবিতায় কবি আঠারো বছর বয়সকে বলেছেন দুঃসহ, দুর্বার ও নির্ভীক। এই বয়সের তরুণরা সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতকে রুখে দিতে পারে। এজন্য কবি আলোচ্য কবিতার মূলভাবে আঠারো বছর বয়সকে অদম্য প্রাণশক্তি ও দুর্বার সাহসিকতায় খুঁজে পেয়েছেন।

উদ্দীপকে উঠে এসেছে দেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল, অসীম প্রাণশক্তির আধার তারুণ্যের কথা। এখানে তরুণ রফিক দেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতা দেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারুণ্যের শক্তির জোরেই সে দেশের মানুষের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। অর্থাৎ তরুণদের আছে সমস্যা ও বাধা পেরিয়ে যাওয়ার প্রবল মানসিকশক্তি। সেই শক্তি ও সাহসের বলেই রফিক আত্মত্যাগ করে হলেও মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ঠিক একই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবে বলা হয়েছে, আঠারো বছর বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য শক্তি। কবি তাই সমস্যাপীড়িত এই দেশে আঠারোর তারুণ্যকে প্রত্যাশা করেছেন। অর্থাৎ, আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপক উভয়স্থানেই সমাজজীবনে তারুণ্যের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে। আলোচ্য কবিতার কবি আঠারো বছর বয়সি তরুণদের পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেছেন সমস্যাপীড়িত দেশের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়াতে। আর উদ্দীপকে সেই ভাবের ফলস্বরূপ রফিককে দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। অর্থাৎ, আত্মত্যাগ ও মানবকল্যাণ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এ দিকটি উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ▶৩ মচমইল বাজারে প্রকাশ্যে তিনজন সন্ত্রাসী আক্রমণ করে তালেব মাস্টারকে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এমন সময় ঘটনাস্থলে এসে পড়ে সাহসী তরুণ ফিরোজ। সে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে এবং একজনকে ধরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেয়। ফিরে এসে দেখে মাস্টার সাহেব তখনো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। পুলিশি ঝামেলার ভয়ে কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। ফিরোজ কোনো কিছু না ভেবেই মাস্টার সাহেবকে নিয়ে যায় মেডিকেলে।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬; সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন দৈনিক পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন? ১

খ. 'আঠারো বছর বয়স মাথা নোয়াবার নয়'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ফিরোজের মানসিকতার যে দিকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মধ্যে বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবের দ্যোতক— আলোচনা করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

খ আঠারো বছর বয়সে মানুষ যৌবনে পদার্পণ করে আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী হয়ে ওঠে বলে কারো কাছে মাথা নোয়ায় না।

শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলো সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয় আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে উদ্যমী এ বয়সের তরুণেরা। কোনো অন্যায় ও প্রতিবন্ধকতার কাছে মাথা নত করে না এ বয়সের তরুণপ্রাণ। কবি তাই এ বয়সটিকে দুঃসাহসী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গ উদ্দীপকের ফিরোজের মানসিকতায় 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লেখিত তরুণদের ইতিবাচক দিকগুলো বিদ্যমান।

আলোচ্য কবিতায় কবি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি প্রচণ্ড সাহসে ঝুঁকি নেওয়ার উপযোগী। আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা অসাধ্যকে সাধন করার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়।

উদ্দীপকের ফিরোজ একজন সাহসী তরুণ। সে তালেব মাস্টারকে আক্রমণ করা সন্ত্রাসীদের একজনকে ধরে চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেয়। আক্রমণস্থলে ফিরে এসে সে দেখে ভীতু মানুষগুলো রক্তাক্ত তালেব মাস্টারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। তখন সে পুলিশি ঝামেলার ভয় অগ্রাহ্য করে নিজেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আলোচ্য কবিতায় ফিরোজের এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথাই বলা হয়েছে। দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য এ বয়সের তরুণেরাই এগিয়ে যায় সবার আগে। কবি মনে করেন, এ বয়সটি প্রবল উচ্ছ্বাসে ঝুঁকি নেওয়ার উপযোগী। ফিরোজের মাঝেও এই ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। সর্বোপরি, 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত তরুণপ্রাণের ইতিবাচক সকল বৈশিষ্ট্যই ফিরোজের মাঝে বিদ্যমান।

ঘ 'উদ্দীপকের মূলভাব 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবের দ্যোতক'— উক্তিটি যথার্থ। কেননা উভয়স্থানেই তারুণ্যের যথার্থ স্ফূরণ লক্ষ করা যায়।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য ইতিবাচকতায় পরিপূর্ণ। কবির বর্ণনায় নানারকম গুণ ও দক্ষতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে এ বয়সের তরুণদের মাঝে। তিনি মনে করেন, এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের ফিরোজ তালেব মাস্টারকে আক্রমণ করা সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে একজনকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। তাকে আটক করে চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেয় সে। পরবর্তীতে সে পুলিশি ঝামেলার তোয়াক্কা না করে আহত মাস্টারকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাঠ্য কবিতায় কবি তরুণদের যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা ফিরোজের মাঝেও বিদ্যমান। তারুণ্যের শক্তিতে ফিরোজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড়, নিশ্চল ও প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা ও সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি— এ সবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি তরুণেরই এ সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করা জরুরি। উদ্দীপকের ফিরোজ যেন কবির প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক তরুণ। সন্ত্রাসী ও পুলিশি ঝামেলার ভয়ে যখন মানবতা পদপিষ্ট হচ্ছিল তখন তারুণ্যদীপ্ত ফিরোজই সেখানে সাহায্যকারীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক মানুষের ভিড়ে একজন ফিরোজই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর তাই, উদ্দীপকের ফিরোজের চরিত্রটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত সকল তরুণের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। সুতরাং, আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৪ "ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।" *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? ১

খ. 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'— পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা এবং উদ্দীপকে মূলত তারুণ্যেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে— এ বিষয়ে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

খ কবি উক্ত পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে প্রত্যাশা করেছেন, আঠারো বছর বয়সের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এ বয়সের তরুণরা জড়-নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে সবসময় নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখে । কল্যাণচিন্তা, সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি— এসবই তাদের বৈশিষ্ট্য। কবির কামনা এসব বৈশিষ্ট্য দিয়েই যেন তরুণরা জাতীয় জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।

গ উদ্দীপকে তারুণ্যের কেবল একটি বিশেষ দিক আলোচিত হওয়ায় এখানে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি বয়ঃসন্ধিকালের নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তারুণ্যের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের গুণগানের পাশাপাশি জাতীয় জীবনে এ বয়সের উদ্দীপনাকে তিনি প্রত্যাশা করেছেন। কবিতায় তিনি আঠারো বছর বয়সের নানা দিক নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ বয়স নিয়ে উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেছেন তিনি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে নিশ্চল সমাজে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে নবীনদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এখানে তারুণ্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সি তরুণদের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার, অদম্য দুঃসাহসে বাধা-বিপদ পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার উপযুক্ত সময়। পাশাপাশি, সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বয়সের শঙ্কাজনক দিকটিও তুলে ধরেছেন তিনি। উদ্দীপকের ক্ষুদ্র পরিসরে তারুণ্যের জয়গানের দিকটি ফুটে উঠলেও আলোচ্য কবিতায় বর্ণিত অন্যান্য দিক প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

ঘ পরিসরে ভিন্নতা থাকলেও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা ও উদ্দীপকে মূলত তারুণ্যেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে।

পাঠ্য কবিতায় কবি আঠারো বছর বয়সের নানা ইতিবাচক দিক চিহ্নিত করেছেন। সতর্ক করেছেন নেতিবাচক দিক সম্পর্কেও। এ বয়সের বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করতে গিয়ে কবি মূলত তরুণদের জয়গানই করেছেন। তিনি মনে করেন, এদেশের তরুণেরাই জাতীয় জীবনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে এগিয়ে আসবে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে স্থবিরতা ও নিশ্চলতায় জর্জরিত মানুষের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করতে নবীনদের আহ্বান করা হয়েছে। একইসঙ্গে সকল বাধাকে তুচ্ছ করে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে এখানে। কবি সমস্যাপীড়িত জাতিকে উদ্ধার করতে তারুণ্যের শক্তির ওপর তাঁর নির্ভরতার কথা ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে, 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও কবি আঠারো বছর বয়সের নানা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জাগরণ কামনা করেছেন।

পাঠ্য কবিতায় কবি মনে করেন, আঠারো বছর বয়সটি প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য উপযোগী। এ বয়সের তরুণদের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া— আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। এখানে নির্দিষ্টভাবে আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য বলা হলেও তা আসলে তারুণ্যেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকের কবিতার ক্ষুদ্র পরিসরেও মূলত তারুণ্যের জয়গান গাওয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকের কবিতাংশ, উভয়ক্ষেত্রেই মুখ্য হয়ে উঠেছে তারুণ্যের জয়গানের দিকটি।

প্রশ্ন ▶৫ আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি।
আমরা অশোকবনের
রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়? ১

খ. 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'আমরা করি ভুল' পঙ্‌ক্তির সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বিষয়ের সংগতি রয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রাণধর্ম ও যৌবনধর্ম 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় পরিলক্ষিত হয়— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

Teachingbd24.com

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়।

খ কবি আঠারো বছর বয়সকে দুঃসহ বলেছেন, কেননা এ বয়সে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ মনকে ঘিরে রাখে।

আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। মানুষ এ বয়সে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। আত্মনির্ভরশীলতার তাড়না এ সময় মনকে অস্থির করে তোলে। এ বয়সেই স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ঝুঁকি নেয় মানুষ। ফলে তাকে এক দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়। তাই আঠারো বছর বয়সটিকে দুঃসহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় যৌবনে উত্তরণকালীন বয়সের ঝুঁকি, প্রতিকূলতা ও জটিলতার বিষয়ে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্দীপকে 'আমরা করি ভুল' চরণের মিল রয়েছে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি আঠারো বছর বয়সকে বলেছেন দুঃসহ, দুর্বার ও নির্ভীক। এ বয়সের তরুণেরা সমাজজীবনের নানা বিকার ও সর্বনাশের অভিঘাতকে রুখে দিতে পারে। এজন্য কবি আলোচ্য কবিতায় আঠারো বছর বয়সকে দেখেছেন অদম্য প্রাণশক্তি ও দুর্বার সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে। এ বয়সটি কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণকালীন পর্ব। জীবনের এ সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। আর তাই এ সময় সচেতনভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে জীবনে কঠিন বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

উদ্দীপকে তরুণদের যৌবনের দূত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা, তরুণদের মাঝে আছে অমিত সম্ভাবনা। পাশাপাশি নানা ভুল তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে বলেও কবি মত প্রকাশ করেছেন। এ কারণে উদ্দীপকে তরুণদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, 'আমরা করি ভুল' চরণটি। এর সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কিছু অংশে মিল লক্ষণীয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত না হলে এ বয়সটি নেতিবাচকতার কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা কলুষতার আঘাতে এ বয়সটি হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর।

ঘ উদ্দীপকে প্রাণধর্ম ও যৌবনধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতে আঠারো বছর বয়সকে নানা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বয়সেই মানুষ অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা, উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে। দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি।

উদ্দীপকে 'নূতন যৌবনেরই দূত' হিসেবে তরুণদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে তাদের এগিয়ে চলার প্রবণতাকে প্রশংসা করা হয়েছে। এ তরুণেরা জীবন বাজি রেখে যেকোনো অন্যায় প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত। এসব বৈশিষ্ট্য তরুণদের প্রাণময়তা ও যৌবনধর্মের পরিচয় বহন করে। আলোচ্য কবিতায়ও এমনি দুর্বার তারুণ্যের পরিচয় মেলে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কল্যাণচিন্তা, সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা ও চলার দুর্বার গতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জড় ও নিশ্চল জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন এ বয়সের তরুণেরাই দেখতে পারে, যা উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণময়তা ও যৌবনধর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও তারুণ্যের দুর্বার ও দুর্দমনীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বরং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে প্রাণধর্ম ও যৌবনধর্মের যে ইঙ্গিত রয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়। সেজন্যেই উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৬ একটা জাতির সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তার যুবশক্তি। তাই যুব সমাজকে উপযুক্ত শিক্ষা, নৈতিকতা ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলার প্রতি সবচেয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। মানুষের বয়স-পরিক্রমায় আঠারো বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরের অনুকরণসর্বস্বতা ত্যাগ করে নিজস্ব ভাবনায় আঠারো বছরের তরুণেরা নতুনত্বকে বরণ করে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে জীবনের সঠিক পথকে বেছে নেয়। তাই তরুণদের উচিৎ প্রগতিশীল চেতনার আলোকে নিজেদের জীবন গড়া।

[জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. এ বয়স কী জানে? ১

খ. 'তবু আঠারোর শুনেছি জয় ধ্বনি' —কবি কেন শুনেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'তাই তরুণদের উচিৎ প্রগতিশীল চেতনার আলোকে নিজেদের জীবন গড়া।' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য।

খ প্রতিকূলতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনায় চারিদিকে ঘোষিত হয় আঠারোর জয়ধ্বনি।

প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের অন্যতম চেতনা। কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা। এজন্য সর্বত্র ঘোষিত হয় আঠারোর বিজয়ধ্বনি। তাই কবি আঠারোর জয়ধ্বনি শুনেছে।

গ উদ্দীপকের যুবশক্তি ইতিবাচক অগ্রণী ভূমিকার সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়স দুঃসাহসী। এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য। এ বয়স দেশ ও জাতির জন্য প্রাণও দিতে পারে। অসংখ্য দুর্যোগের মধ্যেও এই বয়সের তরুণেরা দুরন্ত বেগে ছুটে চলে। এ সময়েই ভালো-মন্দ দুটো মন্ত্রণাই কানে আসে। তাই এ সময় সঠিক পথে চলা খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। কেউ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে পড়লে নানা প্রতিকূলতাই তার প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বয়সই নানা দ্বিধা সংশয়ে পরিপূর্ণ থাকে।

উদ্দীপকের যুবশক্তি জাতির শক্তির উৎস হওয়ায় তাকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সেই যুবকরা কৈশোরের অনুকরণপ্রিয়তা ত্যাগ করে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়ে ওঠে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তারা এই জীবনে সঠিক পথ বেছে নেয়। অনুকরণপ্রিয়তা ত্যাগ করে স্বাতন্ত্র হওয়ার সাথে আলোচ্য কবিতার নিজ উদ্যোগে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে স্বাতন্ত্র্য হওয়ার সাথে সাদৃশ্য আছে। উদ্দীপকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যুবকদের সঠিক পথ বেছে নিয়েও আলোচ্য কবিতায় আঠারো বছরের তরুণেরা ইতিবাচক ও নীতিবাচক উভয়দিকেই ধাবিত হয়। কেউ কেউ আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুবকদের যে ভূমিকা ফুটে উঠেছে তার সাথে আলোচ্য কবিতার তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের প্রগতিশীল চেতনার জীবন গড়ে তোলার দিক ফুটে উঠেছে। দিক দিয়ে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের এই সময়কাল খুবই সংবেদনশীল। এই বয়স নানা দ্বিধা-সংশয়ের মধ্য দিয়ে চলায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। যার ফলে কেউ ক্ষত-বিক্ষতও হতে পারে। তাই এ সময়ে খুব কষ্টকর হলেও সঠিক পথে চলার আহ্বান করা হয়েছে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার প্রত্যাশাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষা, নৈতিকতা ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানবজীবনের এই সন্ধিক্ষণে আত্মনির্ভর হওয়ার মাধ্যমে সঠিক বিচার-বিবেচনা গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটেছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যাতে জীবনের সঠিক পথ থেকে প্রগতিশীল চেতনায় নিজেদের জীবন গড়ার আশা মূর্ত হয়েছে। যা আলোচ্য কবিতারও প্রতিপাদ্য বিষয়।

আলোচ্য কবিতায় বয়ঃসন্ধিকালের এই কঠিন সময়ে ভুল পথকে পরিত্যাগ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার যে আশাবাদ মূর্ত হয়েছে। উদ্দীপকেও তেমনভাবে তরুণদের প্রগতিশীল চেতনায় সঠিকপথ বেছে নিয়ে সুন্দরভাবে নিজের জীবন গড়ে তোলার বিষয়ই ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের প্রগতিশীল চেতনায় জীবন গড়ে তোলার দিক উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ "সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে
না হয় উদয়।
তারকাপুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে?
না করিব ভয়।
হিংস্র ঊর্মি ফণা, তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব সিন্ধু পারে নব জীবনের
নবীন আশ্বাসে।"

[সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ চরণটি লেখো। ১

খ. 'আঠারো বছর বয়স'কে কবি 'দুঃসহ' বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার একটি খণ্ডচিত্র মাত্র'— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ চরণ— 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত বাধা অতিক্রম করার মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে উদ্দীপকে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। এ বয়সে তরুণরা অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত। তাই তারা শত আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও রক্তশপথ নিয়ে মানুষের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এরা স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে।

উদ্দীপকে প্রবল প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। দুর্বার উদ্দীপনা, অপরিসীম ঔদার্য নিয়ে সম্মুখের সকল বাধাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তারুণ্যের এসব বৈশিষ্ট্যই আলোচ্য কবিতায় সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণ তরুণদের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্নের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন সমস্যাপীড়িত এ দেশের তরুণরাই যেন এ দেশের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাবার্থের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও জাতির প্রত্যাশার ব্যাপকতা উদ্দীপকটি ধারণ করতে পারেনি।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সময়কালের দুর্দমনীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এ বয়স যে কতটা অনুভূতিপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল তার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে কবিতাটিতে। সেই সাথে আত্মত্যাগে উজ্জীবিত এ বয়সটির কাছে জাতির প্রত্যাশা কতখানি, তাও কবিতায় ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দুর্বার প্রণয়াবেগে সকল বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুভেদ করে সিন্ধুপারের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ছুটে যাবে দুরন্ত প্রাণ। নতুন উদ্যমে, নতুন ছন্দে, নতুন জীবনের প্রত্যাশায় সমস্ত বিকার, সর্বনাশের অভিঘাতকে রুখে দেবে। অমিয় শক্তি ও সাহসের বলেই নতুন স্বপ্নময় মুক্তজীবন সূচিত হবে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তরুণ বয়সের এক দুর্নিবার চিত্র। যে বয়স অনেক বৈচিত্র্য ও উদ্যমতায় পরিপূর্ণ। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি অনেক উত্তেজনা, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়। এ বয়স সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। সকল দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে এ বয়স জোগাতে পারে অদম্য প্রাণশক্তি। তাই সমস্যাগ্রস্ত এ দেশে তরুণরা হতে পারে জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি। এত সব দিক উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি বলে উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার একটি খণ্ডচিত্র মাত্র— একথা যৌক্তিকভাবে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ আমরা নতুন যৌবনের দূত
আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত
আমরা বেড়া ভাঙি
আমরা অশোক বনের
রাঙা নেশায় রাঙি।
রাঙা বন্ধন ছিন্ন করে দেই—
আমরা বিদ্যুৎ।

[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়? ১

খ. 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বিষয়ের সঙ্গতি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রাণধর্ম ও যৌবনধর্ম 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল উপজীব্য। উক্তিটির সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে তরুণদের সব বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে দুঃসাহসে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতার সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সঙ্গতি রয়েছে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। এ বয়সি তরুণরা অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মানবমন্ত্রে উজ্জীবিত। শত আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও তারা রক্তশপথ নিয়ে মানুষের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বাধা জয়ের এমন সাহসী চেতনা উদ্দীপকেও প্রতীকায়িত হয়েছে।

উদ্দীপকে নব যৌবনের দূত তরুণরা চঞ্চল, দুর্বার। তারা বিজয়ের নেশায় বাধার প্রাচীর ভাঙে। তাদের গতি বিদ্যুতের মতো বেগবান। তারা মানবতার সমাজ গড়তে দুঃসাহসে এগিয়ে যায়। এমন ভাঙা-গড়ার মানসিকতায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে। 'আঠারো বছর বয়সের তরুণরা অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদ ডিঙিয়ে যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা মানবতার জন্য নতুন সমাজজীবন রচনার স্বপ্ন দেখে। নতুন জগৎ নির্মাণের এমন দুঃসাহসিক অভিযাত্রার বিষয়ে উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ সেবার কলেরায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাহসী যুবক নয়ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটে এসে মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে সমবয়সিদের নিয়ে গড়ে তুলল 'সেবা' নামে এক সংগঠন। একে একে মানুষ সুস্থ হতে শুরু করল। মহামারি আকার নেয়ার আগেই এলাকা কলেরামুক্ত হলো। সবাই নয়নকে বাহবা দিতে লাগল।

[টিক্কী সরকারি কলেজ, গাজীপুর ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর জীবিত ছিলেন? ১

খ. 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের নয়ন চরিত্রের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের নয়নের বয়স 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবকে বহন করে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুকান্ত ভট্টাচার্য একুশ বছর জীবিত ছিলেন।

খ সমাজজীবনে অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও ভেদ-বৈষম্য অবলোকন করে আঠারো বছর বয়সি যুবকেরা অসহ্য যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

আঠারো বছর বয়সি তরুণের প্রাণ থাকে তীব্র আর প্রখর। মন থেকে ভয়, শঙ্কা দূর করে এ বয়সের তরুণরা দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে চলে। যৌবনজোয়ারে উদ্ভাসিত হয়ে তারা অন্তরে অসীম শক্তি সঞ্চার করতে পারে। তাই তো চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন আর শ্রেণি-বৈষম্য দেখে তারুণ্যে ভরা তাজা প্রাণের তরুণরা মনে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে। এসব অনাচার দেখে তাদের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিভেদহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে।

গ উদ্দীপকের নয়ন চরিত্রে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত তরুণদের দুর্যোগ, দুর্বিপাক মোকাবেলা করে পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে পরের স্বার্থে নিবেদিত হওয়ার দিকটি উঠে এসেছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি প্রবল আবেগ, উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনায় জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারুণ্যের এই ইতিবাচক দিকটি উদ্দীপকের নয়ন চরিত্রে প্রতিভাত হয়েছে।

উদ্দীপকে সাহসী যুবক নয়ন সমবয়সিদের নিয়ে কলেরায় আক্রান্ত গ্রামের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। একে একে সব মানুষ সুস্থ হতে থাকলে এমন মহৎ কাজের জন্য সবাই তাদের বাহবা দেয়। পরের কল্যাণ কামনার জন্যই তারা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করতে পেরেছে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তরুণরাও অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধাকে অতিক্রম করে মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে। আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করে। সমাজের নানা বিকার ও অন্ধকার দূরীকরণে তারা হয়ে ওঠে দুঃসাহসী সৈনিক। মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলের কল্যাণের জন্য তরুণদের এমন আত্মত্যাগের উপমা উদ্দীপকের নয়ন চরিত্রের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকের নয়নের বয়স জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লিখিত 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবকে বহন করে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সমাজের অন্যায় ও বিকারগ্রস্ততার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মানবতার কল্যাণে নিবেদিত হয়।

উদ্দীপকে জাতীয় জীবনের উন্নয়নের লক্ষ্যেই নয়নের মতো তরুণরা দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়। মানুষকে মহামারি দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে তারা জাতীয় জীবনকে গতিশীল করে তোলে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবে এ তারুণ্যকে জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বয়স সব বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত হয়।

আঠারো বছর বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। সমাজজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিকারগ্রস্ততা ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বয়স দুঃসাহসে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। উদ্দীপকের নয়নের বয়সও দুঃসাহস ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলে সে বন্ধুদের সহযোগিতায় কলেরার মহামারিকে রুখে দিতে পেরেছে। কেননা, এ বয়সের ধর্মই হলো যেকোনো বাধাকে অতিক্রম করা। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উদ্দীপকের নয়নের বয়স 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবকে সার্থকভাবে ধারণ করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম
মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মতো উচ্ছল
মোরা আকাশের মতো বাঁধহীন
মোরা মরু সঞ্চারী বেদুঈন। [কাজী নজরুল ইসলাম]

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার আজীবন সম্পাদক ছিলেন? ১

খ. এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে— চরণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় এ বয়সের কিছু আশঙ্কার কথা থাকলেও উদ্দীপকে তা অনুপস্থিত— পর্যালোচনা করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'দৈনিক স্বাধীনতা' নামক পত্রিকার আজীবন সম্পাদক ছিলেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে তারুণ্যের উন্মাদনার ক্ষেত্রে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলা হয়েছে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি প্রবল আবেগ, উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এ বয়সের তরুণরা সব বাধা-ভয় ভেঙে, সাহস ও হিম্মত নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। তাদের সাহসী পদক্ষেপে সকল অপশক্তি ও বিপদ কেটে নতুন দিনের আলো ফুটতে পারে— সে প্রত্যাশা কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে তারুণ্যের আত্মপ্রত্যয়ী ও উচ্ছল বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হয়েছে। তরুণরা হয় উদ্দাম, চঞ্চল, নির্ভয় ও উচ্ছল। সকল বাধাকে এরা জয় করে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা। তাই উদ্দীপকের কবি তরুণদেরকে মরু-সঞ্চারী বেদুইনের সাথে তুলনা করেছেন। তরুণরাই পারে দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ভয়কে জয় করতে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও তারুণ্যের নির্ভীক ও উচ্ছল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য আছে।

ঘ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় যৌবনের নেতিবাচক ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসের আশঙ্কা থাকলেও উদ্দীপকে সে আশঙ্কার কথা অনুপস্থিত।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় যৌবনের ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা সম্ভাবনা ও আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে। এ বয়সে কানে আসে নানা ধরনের মন্ত্রণা। ভালো-মন্দ নতুন নতুন তত্ত্ব ও ভাবধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের মন্দের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা থাকে এ বয়সে। সচেতন হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারলে এ বয়সটা কালো নেতিবাচক অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

উদ্দীপকে তারুণ্যের ইতিবাচক দিক প্রকাশ করা হয়েছে। তরুণরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দ্যাম, ঝরনার মতো চঞ্চল, বিধাতার মতো নির্ভয় এবং প্রকৃতির মতো উচ্ছল। এরা জীবনের সকল বাধাকে অতিক্রম করে প্রচণ্ড সাহসের সাথে। এরা পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ তাই কবি এদের বেদুইনের সাথে তুলনা করেছে। উদ্দীপকের কবি তারুণ্যের ইতিবাচক দিকগুলোকে প্রকাশ করেছেন।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল তারুণ্যের ইতিবাচক দিকই প্রকাশ করা হয়েছে। তাই আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, কবিতায় তরুণ বয়সের কিছু নেতিবাচক আশঙ্কার কথা বলা থাকলেও উদ্দীপকে তা অনুপস্থিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে,
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মরুকবি গাহি সেই বেদে বেদুইনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান।

[দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'ছাড়পত্র' কী ধরনের রচনা? ১

খ. 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য'— চরণটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাব আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ছাড়পত্র' একটি কাব্যগ্রন্থ।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আঠারো বছর বয়সিদের তারুণ্য শক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি তারুণ্য শক্তির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তরুণদের জয়গান গেয়েছেন। কবির মতে, তরুণরা সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে। তারা দেশ ও জাতির জন্য জীবনবাজি রাখতে পারে। তারা ভয় পেতে জানে না। অদম্য সাহস নিয়ে সব বাধা-বিপদ পেরিয়ে যাওয়াই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও তারুণ্য শক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। সেখানে তরুণরা নতুন জগতের সন্ধানে এগিয়ে চলে। তাদের এ অভিযান কখনো থেমে যায় না। জীবনের উল্লাসে তারা চন্দ্র-গ্রহ-আকাশপানে এগিয়ে যেতে চায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা প্রাণবাজি রাখে। যৌবনধর্মের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আঠারো বছর বয়সিদের মাঝেও প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আঠারো বছর বয়সিদের তারুণ্য শক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাব আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়সিরা জীবনের ঝুঁকি নিতে কখনো পিছপা হয় না। এদের সামনে কোনো বাধাই বাধা হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়। সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার প্রাণশক্তি কেবল এ বয়সেরই আছে। ফলে তারা দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায় কল্যাণের পথে, প্রগতির পথে। সর্বোপরি এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে শত আঘাত-সংঘাতের মাঝেও রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও তারুণ্য শক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। এ বয়সিরাই পারে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে, মরুপানে ছুটে যেতে। নতুন জগতের সন্ধান এ বয়সিরাই দিয়ে থাকে। মৃত্যুও তাদের এই চলার পথকে আটকাতে পারে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে আঠারো বছর বয়সিদের নানা বৈশিষ্ট্য উঠে এলেও তা কবিতার সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে পারেনি। কবিতাটিতে আঠারো বছর বয়সিদের সম্পর্কে আরও অনেক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যা উদ্দীপকের স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তাই বলা যায়, "উদ্দীপকের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাব আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

Teachingbd24.com